Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

ইমাম ইবন্ হাজার আল ‘আসকালানী (রহ.) রচিত *ফাতহুল বারী*: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ*

Abstract: Imam Ibn Hajar al-Asqalani (Rh.) was a ninth-century astronomer, rare genius, a shining star in Islamic knowledge. He was simultaneously a Hafiz, Muhaddith, Mufassir, Faqih, historian and Arabic writer. He also served as Egypt's Chief Justice. After the destruction of Islamic knowledge in the hands of the Tatars under the leadership of Halaku Khan, he played a leading role in the upliftment of the traditions and Islamic knowledge. In particular, he has been an avid scholar and an interpretator of Hadith literature. This article discusses the brief biography of Ibn Hajar (Rh.) along with his contributions to the study of Hadith literature from various branches of his knowledge base.Therefor, this study is intended to present a brife review of his noble work “Fathul Bari” which is regarded as the best interpretation of Sahih al-Bukhari. It is observed that, several articles have been published on the life of Ibn Hajar (Rh.) in Bangali; But no article has been published on the world-renowned "Fathul Bari". So in this article, the Bengali-speaking reader will get a compelling idea about "Fathul Bari" and open the door of research for advaence researchers at large.

ভূমিকা

ইমাম হাফিয ইবন্ হাজার আল‘আসকালানী (রহ.) হিজরী নবম শতকের একজন ক্ষণজন্মা কালজয়ী মনীষী, বিরল প্রতিভা, ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইসলামী জ্ঞানরাজ্যের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তাঁর পদচারনায় জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হয়নি। কারণ তিনি একাধারে একজন হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, ইতিহাসবিদ ও আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। এছাড়াও তিনি মিসরের প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করেছেন। হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতারদের হাতে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞানভান্ডার ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার পর তিনি ইসলামী জ্ঞানভান্ডার ও ঐতিহ্যের দিগন্তকে নতুন করে উন্মোচন করবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত: তিনি হাদীসশাস্ত্রে অগাত পান্ডিত্যের অধিকারী, হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসেবে বিশ্বইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ রচনা করে হাদীস গবেষকদের কাছে চিরভাস্মর হয়ে আছেন। এ প্রবন্ধে ইবন্ হাজার (রহ.) এর নাতিদীর্ঘ জীবনকাল ও তাঁর জ্ঞানভান্ডারের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে শুধু হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে; বিশেষত: তাঁর রচিত বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী ’এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা: আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের পরই বিশুদ্ধতার দিক থেকে ইমাম বুখারীর (রহ.) আল-জামি‘উস-সহীহ এর স্থান।[১] এ গ্রন্থের অধিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে যুগে যুগে বহু

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

মনীষী এর শরাহ বা ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেকেই এ গ্রন্থের রিজাল এবং উদ্দেশ্যাবলীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২] কেউবা আবার এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।[৩] ফলে এর ব্যখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা যে কত তা নিয়ে হাদীসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ফুয়াদ সিযগানীর "তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী" গ্রন্থে বুখারীর ৫৬টি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত ৭টি ভাষ্যগ্রন্থের নামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এবং হাজী খলিফা তার "কাশফুয-যুনূন" গ্রন্থে সহীহ বুখারীর ৮২টির উর্ধ্বে ভাষ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[৫] তন্মধ্যে আবু সুলাইমান আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী (মৃ.৩০৪হি.) রচিত "ই'লামুস সুনান" সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ।[৬] ইবন হাজারের "ফতহুল বারী"রচনার পূর্বে সহীহ বুখারীর আরো নয়টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর পরেও তিনি কেন সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন? এ প্রশ্নের জবাব তিনি তাঁর ফতহুলবারীর মুকাদ্দামা "হাদীউস সারী মুকাদ্দামতু ফাতহুল বারী" যা দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এবং ৫৭৭ পৃষ্ঠার একটি বিশাল ভূমিকাগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারগণের মত ও পথের ভিন্নতার দরুণ ইবন হাজারের পরেও অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে ইবন হাজারের ফাতহুল বারী গ্রন্থ পর্যালোচনার উপর আরবী ভাষা[৭] ছাড়া অন্যভাষায় তেমন কোন গবেষণা কর্ম লক্ষ্য করা যায় না। আরবীতেও ইবন হাজারের জীবনী ছাড়া এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বা কোন অধ্যায় কেন্দ্রিক পর্যালোচনার উপর সামান্য কিছু গবেষণাধর্মী কাজের অনুসন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। বিশেষত: ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে কোন কাজের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বাংলা ভাষায় এ যাবৎ ইবন্ হাজার (রহ.) এর জীবনীর উপর কয়েকটি প্রবন্ধ[৮] প্রকাশিত হলেও তাঁর রচিত জগদ্বিখ্যাত অমরগ্রন্থ 'ফাতহুল বারীর' পর্যালোচনা মূলক কোন গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়নি।

গবেষণা পদ্ধতি: প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Mathod) বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসাবে কুরআন মাজীদ, হাদীস শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলী,'ফাতহুল বারী'ও উক্ত গ্রন্থাকারের অন্যান্য গ্রন্থসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসাবে বিভিন্ন আরবী গ্রন্থাবলী, গবেষণা প্রবন্ধ ও সাময়িকীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসুত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো শৈলী' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা,গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য:এ প্রবন্ধে ইবন্ হাজার (রহ.) রচিত বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল-কুরআনের পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 'সহীহুল বুখারী' এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী"। এটি ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে; যার প্রতিটি খণ্ডে গড়ে ৬৭৮ পৃষ্ঠা করে সর্বমোট ৮,৮১৩ পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এতো বিশাল গ্রন্থের পর্যালোচনা এ নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে আবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব; তবে একটা ধারণা দেয়ার প্রয়াস মাত্র। এ ছাড়া মূলগ্রন্থ যেহেতু আরবী ভাষায় রচিত; তাই পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে ভাষা ও সময়গত সীমবদ্ধতা ছিল। তবে এ বিশাল জ্ঞানভান্ডার নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। কারণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইবন হাজারের ফাতহুল বারী ব্যাখ্যাকরণের মাত্র দশটি বৈশিষ্ট্য ও ছয়টি রীতি-পদ্ধতি সংক্ষিপ্তসারে পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। হাদীস গবেষকদের নিকট এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সহীহ বুখারীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও গবেষণার বিকল্প নেই। তাই এ প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাঠকমহল যাতে বাংলা ভাষায় ইবন হাজার (রহ.) ও তাঁর অনবদ্য, বিশ্ববিখ্যাত, কালজয়ী গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ বাংলাভাষী গবেষকদের জন্য এ বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ইবন্ হাজার (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম (৭৭৩-৮৫২হি.)

ক. নাম ও বংশ পরিচিতি: ইমাম ইবন্ হাজার আল-'আসকালানীর প্রকৃত নাম আহমাদ, উপনাম আবুল ফাদল, উপাধি শিহাবুদ্দীন এবং সম্বন্ধবাচক নাম আল-'আসকালানী। তবে তাঁর পূর্ণ বংশানুক্রম হচ্ছে, শিহাব উদ্দীন আবুল ফদল আহমাদ ইবন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন মাহমুদ ইবন আহমাদ ইবন হাজার আল-কিনানী আল-'আসকালানী, আল-মিসরী, আল-ফিলিস্তিনী, আশ্-শাফি'ঈ (রহ.)।[৯] তবে আবুল আব্বাস, আবু জা'ফর ও আবুল ফাদল নাম তিনটি তার উপনাম হিসেবে লক্ষ করা যায়।[১০]তার পিতার নাম 'আলী, যিনি নুরুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত, এবং তার মাতার নাম নিজার বিনত্ আল-ফাখর আবু বকর ইবন শামস (রহ.)[১১]।

'আসকালান' ফিলিস্তিনের একটি শহর। এ শহরেই ছিল তাঁর পূর্ব পুরুষগণের বসবাস। এটি ফিলিস্তিনের গাজা ও জাবরিন শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সমুদ্র উপকূলীয় একটি মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক শহর যাকে 'শামের বধু' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১২] এ 'আসকালান শহরের দিকে সম্বোধিত করে ইবন হাজারকে আল-'আসকালানী বলা হয়। পারিবারিক কিংবদন্তী অনুযায়ী ৭৭৩হি./১১৯১খ্রি. থেকে আল-'আসকালানী সম্বন্ধবাচক নামটি তার নামের সাথে যুক্ত হয়ে আসছে।[১৩] সুলতান সালাহ উদ্দিন আয়ূবী (ক্রুসেডোত্তর ৫৮০-৫৮৩হি.) আসকালান জয় করার পর ফিলিস্তীনের মুসলিম অধিবাসীগণকে স্থানান্তর করেন, তখন তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া অতপর কায়রো গমন করেন; ঠিক এ সময় তাঁর জন্ম হয়।[১৪] মিসরে তাঁর জন্ম হলেও তিনি 'ইবন্ হাজার' নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন। তবে 'ইবন্ হাজার' কী তার নাম না কোন উপাধি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, এটি তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ আহমাদ নামক জনৈক ব্যক্তির উপাধি। ভিন্ন মতে, এটি উল্লিখিত আহমাদ নামক ব্যক্তির পিতার নাম। তবে ইবন্ হাজারের ছাত্র ও তার জীবনীকার হাফিয শামসুদ্দীন আসসাখাবীর (মৃ.৯০২হি.) মতে, 'ইবন্ হাজার' তাঁর পূর্ব পূরুষের কোন এক ব্যক্তির উপাধি ছিল।[(১৫)] কিন্তু ইবন সুলতান (রহ.) নুখবাতুল ফিকার এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, ইবন্ হাজার নামটি উপনামের (كنية) পরিভাষায় ব্যবহৃত হলেও এটি তাঁর উপাধি (لقب)।[১৬]

খ. জন্ম, বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা: ইবন হাজারের পিতা নূরুদ্দীন, নিজার বিন্ত আবু বাকর আয্-যিফতাবী নামক এক অকুমারী নারীকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে 'ছিত্তুর রিকাব' নামের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর তিন বছর পর ইবন হাজার ৭৭৩ হিজরীতে (১৩৭২ খ্রি. ২৮ ফেব্রুয়ারি) মিসরের নীল নদের অববাহিকায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তাঁর পিতা বয়স ছিল প্রায় ৫০ বছর। তাঁর জন্মের অল্প কিছু দিন পর মা মৃত্যুবরণ করেন। এমনকি তাঁর পিতাও তাঁর চার বছর এবং তাঁর বোনের সাত বছর বয়সের সময় তাদেরকে ইয়াতীম করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এভাবেই তারা দু ভাই-বোন ইয়াতীম হিসাবে যাকিউদ্দীন আল-খাররূজীর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।[১৭] অসিয়ত মোতাবেক যাকী আল-খারুবী তাঁকে পাঁচ বছর বয়সে মাকতাবে ভর্তি করে দেন। ৯ বছর বয়সে তিনি ক্বারী সদর উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুর রাজ্জাক আস-সাফতীর নিকট কুরআন মাজীদ হিফয শেষ করেন। প্রথা অনুযায়ী ৭৮৫ হিজরীতে ১২ বছর বয়সে তিনি মক্কার মসজিদে হারামে তারাবীহ নামাযের ইমাম নিযুক্ত হন।[১৮]

গ. ইলমি হাদীস চর্চার সূচনা : তিনি মক্কা মুকাররমায় সর্বপ্রথম শায়খ আফিফ উদ্দীন 'আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আন-নাশাওয়ারী (মৃ.৭৯৫ হি.) এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন। তার নিকটেই সহীহ আল-বুখারীর অধিকাংশ হাদীস শোনেন। একই সময়ে তিনি কাযী হাফিয জামাল উদ্দীন, মুহাম্মাদ

বিন আবদুল্লাহ আল-মাক্কীর নিকট হাফিজ আবদুল গনী আল-মাকদিসী রচিত 'উমদাতুল আহকাম' অধ্যয়ন করেন। ফিকহুল আহাদীসের উপর তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম শায়খ। তার পর তিনি ৭৮৬ হিজরীতে যাকী আল-খারুবীর সাথে মিসর গমন করেন এবং অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। প্রায়শ:ই তাকে দেখা যেত যে, তিনি 'আল-হাবী আস-সাগীর' এর কোন পৃষ্ঠা প্রথম দেখে পড়তেন, দ্বিতীয় বারে একটু চিন্তা করে পড়তেন এবং তৃতীয় বারে তা মুখস্থ শুনাতেন। এ সময় তিনি ছোট আকারের অনেক কিতাবাদি মুখস্থ করেন। যেমন: উমদাতুল আহকাম (عمدة الاحكام),আল-হাভী আস-সাগীর (الحاوى الصغير), মিনহাজুল উসূল, (منهاج الاصول) আলফিয়াতুল হাদীস' (الفية الحديث) আলফিয়াতু ইবনি মালিক (الفية ابن مالك) আততাম্বীহ (التنبية) ।[১৯]

ঘ. ইলমি হাদীসে উচ্চতর শিক্ষা : তিনি যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসের হাফিয যাইন উদ্দীন আবুল ফযল 'আবদুর রহীম বিন আল-হুসাইন আল-'ইরাকীর (মৃ.৮০৬ হি.) সংস্পর্শে ৭৯৬ হি. থেকে ৮০৬ হি. পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করে তাঁর নিকট 'ইলম হাসিল করেন। তাঁর লিখিত "আল-আলফিয়্যাহ"[২০] ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ তাঁর নিকট ভালোভাবে অধ্যয়ন করেন। ৭৯৮ হিজরী সনের রামাদান মাসের ২৩ তারিখে উক্ত কিতাব পড়া সমাপ্ত করেন। তাছাড়া তাঁর রচিত "আন-নুকাত 'আলা 'উলুমিল হাদীস লি ইবনিস সালাহ" গ্রন্থটিও তার কয়েকটি ক্লাসে পাঠ করেন এবং ৭৯৯ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের সর্ব শেষ ক্লাসে এটি সমাপ্ত করেন। ইবন হাজার হাফিয আল ইরাকীর নিকট উল্লিখিত ২টি গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য আরো ছোট বড় অনেকগুলো কিতাব পড়েন এবং শায়খ আল-'ইরাকী তাঁকে উক্ত গ্রন্থগুলো পড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন। শায়খ তাঁকে 'হাফিয' খেতাবেও ভূষিত করেন। তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেন।[২১] অতপর তিনি ইতিহাস ও জীবনীর দিকে বিশেষ নজর দেন; ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই "রিজাল" শাস্ত্রের উপর অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক কায়রোর প্রখ্যাত সনদবিষেশজ্ঞ ইমাম বুরহান উদ্দীন ইসহাক বিন আহমাদ আত্তানূখীর জন্যে "আল-মি'আতুল 'ইশারিয়্যাহ"এর হাদীসগুলো তাখরীজ করেন। তিনিই প্রথম তাখরীজকৃত বইটি 'আল্লামা হাফিয ওলী উদ্দীন বিন যুর'আহ তাঁর শায়খ ইবনুল 'ইরাকীর পুত্রের দরসে পাঠ করে শুনান। তাছাড়া অন্য শিক্ষার্থীরাও তাঁর নিকট এ কিতাবটি পাঠ করেন।[২২]এ ছাড়াও তিনি মিসর, ইয়ামান, হিযাজ ও সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে প্রাজ্ঞপন্ডিতবর্গের নিকট থেকে ইলম অন্বেষণ করেন।

ঙ. কর্মজীবন : বৈচিত্রময় বর্ণাঢ্য কর্ম জীবনে ইবন হাজার একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন; করেছেন ইমাম-খতিব, মুফতির দায়িত্ব পালন; ঠিক তেমনিভাবে দেশের প্রধান বিচারপতির পদও অলংকৃত করেছিলেন। তবে মুহাদ্দিস হিসেবেই তিনি সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুহাদ্দিস হিসেবে ইলমি হাদীসের অধ্যাপনা জীবনের সূচনা হয় ৮০৮হি./১৪০৬খ্রি. আশ-শায়খূনিয়্যাতে। অতপর আল-জামালিয়্যাহ, আল-বায়বারসিয়্যাহ, আল-মানূরিয়্যাহ, আয-যীনিয়্যাহ, আল-মাহমুদীয়্যাহ, দামেশকের আল-আশরাফিয়্যাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি কৃতিত্বের সাথে হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। এছাড়াও তিনি ৮২৬ হিজরীতে মিসরের বিখ্যাত আল-মাহমুদিয়্যাহ গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক পদ অলংকৃত করেছিলেন।[২৩] ৮২৭ হিজরীতে মিসরের বাদশাহ আশরাফ তাঁর উপর মিসরের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরপেক্ষতারসাথে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। অনেক সময় ন্যায় বিচার সরকারী আমলাদের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তাঁকে ভৎসনা সহ্য করতে হয়েছে। তিনি প্রায় ২১ বছর এ পদে আসীন ছিলেন।[২৪]

চ. জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান : ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হাফিয ইবনু হাজারের বিশাল অবদান রয়েছে। তার বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয আস্ সাখাবী তাঁর "আল জাওয়াহির ওয়াদ

দুরার" (الجواهر والدرر) কিতাবে ইবনু হাজার রচিত ২৭০টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন[২৫]। আল্লামা জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী (৯১১ হি.) তাঁর "নাযমুল আরিফীন" (نظم العاريفين) গ্রন্থে ১৯৮টির কথা বলেছেন। তার আরেকজন ছাত্র বুরহান উদ্দীন আল বিকা'য়ী ১৪২ টির কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল 'ইমাদের মতে তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ৭৩টি। শায়খ মোস্তফা আফিন্দী, হাজী খালীফা নামে খ্যাত (মৃ.১০৬৭ হি.) "কাশফুয যুনূন" (كشف الظنون) এ প্রায় ১০০টির কথা বলেছেন[২৬]। আর ইসমাইল পাশা আল বাগদাদী তাঁর "হাদিয়্যাতুল'আরিফীন" (هدية العاريفين) কিতাবে ১০০টির বেশি বলে উল্লেখ করেছেন[২৭]। তাছাড়া "তাগলীকুত তা'লীক" (تغليق التعليق) এর সম্পাদক সা'ঈদ 'আব্দুর রহমান মূসা ১৬৪ টি রচনার কথা বলেছেন। কোন কোন গবেষকের মতে এ সংখ্যা ২৮২। কেউ কেউ মত দিয়েছেন, তিনি ২৮৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কিছু মুদ্রিত হয়েছে। কিছু আছে হস্তলিপি আকারে। আবার কিছু কিতাব হারিয়েও গেছে[২৮]। ইবন হাজার (রহ.) ছোটবড় মিলিয়ে উলুমূল হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক - (الأربعينات) বা চল্লিশ হাদীস সম্পর্কিত ০৭টি গ্রন্থ, (تخريج)[২৯] তাখরিজ সম্পর্কিত ২৪টি গ্রন্থ, (المعاجم)[৩০] **আলমু'জাম** সম্পর্কিত ৭টি গ্রন্থ, (الشروح) আশ-শুরুহ বা হাদীসের ব্যাখ্যা মূলক গ্রন্থ ১৪টি, (علوم الحديث) **তথা হাদীস বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান স**ম্পর্কিত ০৪টি গ্রন্থ, (فنون الحديث) তথা হাদীসের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ১০৫টি গ্রন্থ, রিজাল[৩১](الرجال) সম্পর্কিত ৪৬টি গ্রন্থ, (الطرق) তুরুক সম্পর্কিত ২৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর লিখিত হাদীস শাস্ত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো-

ছ. হাদীস ও 'উলূমুল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ

১. ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী: তাঁর এ (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) কিতাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে সাহীহ আল বুখারীর এক অনন্য শারহ বা ব্যাখ্যা এবং তাঁর সর্বোত্তম রচনা।

২. আল কাওলুল মুসাদ্দাদু ফীয যাব্বি 'আন মুসনাদিল ইমাম আহমাদ: (القول المُسدَّد في الذب عن مسند الإمام أحمد)

৩. ইত্তিহাফুল মাহারাহ বি আতরাফিল আশারাহ :(إتحاف المهرة بأطراف العشرة)

৪. তাগলীকুত তা'লীক:(تغليق التعليق)

৫. তাকরীবুল মানহাজ বিতারতীবিল মুদরাজ:(تقريب المنهج بترتيب المدرج)

৬. নুযহাতুন নযর : (نزهة النظر)

৭. নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার:(نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)

৮. নুযহাতুল আলবাব ফিল আলক্বব:(نزهة الألباب في الألقاب)

৯. বুলগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম:(بلوغ المرام من أدلة الأحكام)। তিনি এ কিতাবটি তাঁর ছেলে আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ বদর উদ্দীনের জন্যে লিখেছেন।

১০. আল-কাফী ফী তাখরিজী আহাদীসিল কাশ্শাফ:(الكاف في تخريج أحاديث الكشاف)

জ. ইলমুর রিজাল ও আল-জারহ ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ

১. আসমাউ রিজালিল কুতুব : (أسماء رجال الكتب)

২. তাহযীবুত তাহযীব : (تهذيب التهذيب)। এ কিতাবটি মূলতঃ "তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল" (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) এর সার সংক্ষেপ।

৩. তাকরীবুত্ তাহযীব : (تقريب التهذيب) এ কিতাবটিও পূর্বের কিতাবটি 'তাহযীবুত তাহযিব'এর সার সংক্ষেপ।

৪. লিসানুল মীযান : (لسان الميزان)

৫. নুযহাতুল আলবাব ফিল আলকাব : (الإصابة بمعرفة الصحابة)

ফাতহুল বারী প্রণয়ন পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

ক. ফাতহুল বারী পরিচিতি

ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল 'আসকালানী (রহ.) কতৃক সহীহ বুখারীর জনপ্রিয় ভাষ্যগ্রন্থ "ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী" ৮৪২ হিজরীতে রচিত হয়েছে। হস্তলিপি থেকে শুরু করে মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কার হওয়া পর্যন্ত কালের পরিক্রমায় বিভিন্নভাবে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও বিশ্বের বহুদেশ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে। তন্মধ্যে দারুত্ তাকওয়া লিত্তুরাস, কায়রো, মিসর থেকে ২০০০খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া *'ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী'* গ্রন্থটি (মুকাদ্দামা/ভূমিকা বাদে) মোট ১৩ খণ্ডের মধ্যে গড়ে ৬৭৮ পৃষ্ঠা এবং সর্বমোট ৮,৮১৩ পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া ফাতহুল বারীর মুকাদ্দামাহ বা মুখবন্ধ যা দশটি অধ্যায়ে ৫৮৪ পৃষ্ঠার *'হাদীউস্ সারী শারহু সহীহিল বুখারী'* শিরোনামে সতন্ত্র গ্রন্থরূপ পরিগ্রহ করেছে।

খ. 'ফাতহুল বারী' রচনার কারণ

'ফাতহুল বারী' ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ইবন হাজার (রহ.) এর একটি অনন্য অনবদ্য সংকলন। এ গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন- ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীস শাস্ত্রে (সহীহুল বুখারী) এক অসাধারণ-অমর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজস্ব বিন্যাস পদ্ধতিতে তাতে সহীহ হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, হৃদয়ের প্রশস্ততার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ গ্রন্থখানাকে শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই সমাদৃত করেছেন। তাই আমি (ইবন হাজার) আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে কল্যাণ কামনা (ইস্তিখারা) করলাম যে, এই গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়ের ব্যাখ্যা করে; কঠিন কঠিন বিষয়ের সাবলিল সমাধান দিয়ে; দূর্বোধ্য ও দুর্লভ বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করে আলোচনার মাধ্যমে যাতে আমি তাঁর (ইমাম বুখারী) এ মহৎ কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারি।[৩২] ইবন হাজার (রহ.) এর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মূলত: তিনি ইস্তেখারার মাধ্যমে স্বপ্রনোদিত হয়েই 'ফাতহুল বারী' সংকলন শুরু করেন। ইবন হাজার (রহ.) এর এ কিতাব তাঁর ইখলাসপূর্ণ নিয়্যাতের বদৌলতে বুখারী শরীফের অদ্বিতীয় শরাহ বা ভাষ্যগ্রন্থ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং ইলমি হাদীসের জ্ঞানান্বেষীদের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

গ. ফাতহুল বারী প্রণয়ন পদ্ধতি

৮১৭ হিজরীতে শায়খ হাফিয ইবন্ হাজার সহিহুল বুখারীর ভাষ্য "ফাতহুল বারী" রচনার কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে ইমলা[৩৩] পদ্ধতিতে শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি নিজেই খাতা-পত্রে লেখা শুরু করেন। অতঃপর তিনি এক দল যোগ্য আলিম নিযুক্ত করেন; যারা ইবন হাজারের মূল কপি থেকে ভিন্ন ভিন্ন কপি তৈরি করেন এবং সপ্তাহের কোন এক দিন মূল কপির সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন। এভাবেই যত্ন ও সতর্কতার সাথে তিনি সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ১ রজব ৮৪২ হিজরীতে এ অমর গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। তবে মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি এর সংযোজন, পরিশোধন ও পরিমার্জনের কাজ শেষ করেন[৩৪]।

ঘ. 'ফাতহুল বারী' এর বৈশিষ্ট্যাবলী

এ গ্রন্থখানি এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে যা তাকে অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-

প্রথমত: ইমাম বুখারী (রহ.) কতৃক সহীহ আল-বুখারী সংকলনের কারণ[৩৫] ও ব্যাখ্যা করণ প্রসঙ্গে ফাতহুল বারীর ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ গ্রন্থে নবী (স.) এর বাণী সম্পর্কিত লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহুল বুখারী সর্বাধিক বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যৌক্তিকতার সমর্থন, এর (সহীহুল বুখারীর) আলোচ্য বিষয়ের অর্ন্তনিহিত লক্ষ-উদ্দেশ্য, তাৎপর্য বর্ণনা করণ এবং ইমাম বুখারী কতৃক তাঁর সহীহতে হাদীস গ্রহণের শর্তাবলীর পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়ন হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: এ গ্রন্থে মাকতু'হাদীস কিংবা অংশে অংশে ভাগ ভাগ করে হাদীস উল্লেখ করণ ও আলোচনা সংক্ষেপনের রহস্য-কৌশল উল্লেখ করা এবং একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি ও বার বার উল্লেখ করার উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থত: ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রণীত আস-সহীহ গ্রন্থে হাদীস গ্রহণের নির্ধারিত নীতিমালার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তরজমাতুল বাবের মধ্যে সংযুক্ত মু'আল্লাকাহ হাদীস (الاحاديث المعلقة) ও আসার মাওকুফাহ (الآثار الموقوفة) উপস্থাপনের যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ ও সেগুলোর যথাযথ সনদ মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার প্রমাণ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইবন হাজার (রহ.) প্রণীত 'তাগলীকুত তালীক' শীর্ষক গ্রন্থে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত সকল মু'আল্লাক হাদীসের সনদ উল্লেখ করণ, বিশ্লেষণ, বিরোধীদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

পঞ্চমত: এ গ্রন্থের মুকাদ্দামা 'হাদীউস সারীতে' আরবী বর্ণমালার ক্রমমান অনুযায়ী বিন্যাসপূর্বক মতনের মধ্যে উল্লিখিত বিরল শব্দ খুব সংক্ষিপ্ত বাক্যে; বিশুদ্ধতম ইংগিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য খণ্ডগুলোতে পর্যলোচনা করা ও বার বার উল্লেখ করা সহজ হয়।

ষষ্ঠত: এ গ্রন্থে উল্লিখিত সকল রাবীদের নাম (المشكلة) হরকতযুক্ত করে লিখা হয়েছে। অনুরূপ তাদের উপনাম, বংশ পরম্পরার তালিকা সংরক্ষণ করা হয়েছে। যেমন: (أُبَيّ) হামযা বর্ণে পেশযুক্ত, 'বা' বর্ণে যবর এবং 'ইয়া' বর্ণে তাশদীদ ও যবরযুক্ত হবে। কিন্তু (ابى) হামযা বর্ণে মাদ্দসহ এবং 'বা' বর্ণে যের দিয়ে কোনো নাম নেই। (بُشَير) 'বা' বর্ণে পেশ, 'শিন' বর্ণে যবর যোগে উচ্চারণ হবে। এ রূপ উচ্চারণে (তাসগীর) সহীহ বুখারীতে দুইজন রাবী আছেন। যথা: বুশাইর ইবন বাশ্শার আল-আনসারী আল-মাদানী, এবং বুশাইর ইবন কা'ব আল-আদাভী আল-বসরী।[৩৬]

সপ্তমত: এ গ্রন্থে তাঁর (ইমাম বুখারীর) শায়খ এবং অন্যান্য রাবীদের মধ্যে যাদের নসব নামা (বংশানুক্রমিক তালিকা), উপনাম, উপাধী, নিসবত তথা এমন কিছু নিদর্শন যা একজন রাবীকে অন্য রাবীদের থেকে পৃথক করে; তা গৌণ বা উপেক্ষিত হয়েছে। যখন এরকম রাবীর নাম বেশী মাত্রায় উল্লেখ হয়েছে যেমন: 'মুহাম্মদ' (এখানে মুহাম্মাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া আয-যুহলী) এর সুনির্দিষ্ট পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যাদের অংশগ্রহণ কম তাদেরটা নয়। যেমন: 'মুসাদ্দাদ' (এখানে মুসাদ্দাদ বলতে ইমাম বুখারীর শায়খ ইবন মুসারহাদকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এ নামে তাকেই নির্দেশ করে অন্য রাবী বিরল।) এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি অনেক উপেক্ষিত ও অস্পষ্ট বিষয়ে কথা বলে গেছেন।

অষ্টমত: এ গ্রন্থে ইমাম বুখারীর সমকালীন হাদীস বিশারদ ইমাম দারাকুতনী এবং অন্যান্য সমালোচকগণ তাঁর আস-সহীতে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর মধ্যে যেগুলোর (نقد) সমালোচনা করেছেন সেগুলোর প্রত্যেকটি হাদীস ধরে ধরে ইবন হাজার জবাব দিয়েছেন। এ ছাড়া ইমাম বুখারী তাঁর 'আস-সহীহতে' হাদীস সংকলনের ব্যাপারে যে শর্তারোপ করেছেন উক্ত মনীষীদের সমালোচনায় যে আরোপিত শর্তাবলীর কোনটিই ক্ষুন্ন হয়নি; এ মর্মে সেগুলো তিনি সবিস্তারে উদঘাটন ও প্রকাশ করেছেন।

নবমত: এ গ্রন্থে সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত (مطعون) সমালোচিত রাবীদের নাম আরবী বর্ণমালার ক্রমমান অনুযায়ী বিন্যাসপূর্বক আলোচনা করা হয়েছে এবং উক্ত (طعن) অভিযোগের মধ্যম ও ন্যায়ানুগ পন্থা অবলম্বল পূর্বক জবাব দেয়া হয়েছে। আর যে রাবীর ত্রুটি-বিচ্ছুতির দিকটা প্রবল তার পরিচয় উদঘাটন করে তার জন্য ইমাম বুখারীর পক্ষে ইবন হাজার দায় স্বীকার করেছেন। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে তিনি (ইমাম বুখারী) দায় এড়াতে পারেন না বলেও তিনি মত দিয়েছেন। এর পরেও তিনি (ইমাম বুখারী) তাদের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়তোবা তার সমকালীন তারচেয়ে যোগ্য (তার শায়খদের মধ্যে) কেউ তার হাদীস গ্রহণ করেছেন বলে তিনিও তা গ্রহণ করেছেন মর্মে ইবন হাজার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দশমত: আলোচ্য গ্রন্থে সূচীপত্র (كتاب) অধ্যায় ভিত্তিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (باب) পরিচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত হাদীস ভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে ইবন হাজার বলেন, ইমাম নববী (রহ.) এর অনুসরণ পূর্বক বরকত লাভের নিমিত্ত কোন কোন স্থানে হাদীসগুলো বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৭]

ঙ. ফাতহুল বারীতে হাদীস ব্যাখ্যা করণের রীতি ও পদ্ধতি

হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যা করণ পদ্ধতি হিসাবে প্রথমত: উত্তরসূরীদের থেকে প্রাপ্ত নীতিমালার অনুসরণ করেছেন। এছাড়াও তিনি হাদীসের ব্যাখ্যায় শাব্দিক ও আভিধানিক বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোথাও কোনো বাক্যে বা আরবীভাষীদের ব্যবহৃত কোনো 'গরিবুল আলফায' বা বিরল ও দুর্লভ শব্দ ও পরিভাষা, বাগধারার নিগুঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সরাসরি আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো এক হাদীসের ব্যাখ্যা অপর হাদীস দিয়ে করেছেন। সাহাবা ও তাবেঈদের আছার-ফাতওয়া এবং পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলিমদের অভিমতের ভিত্তিতে হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে বিস্তারিতভাবে উদাহরণসহ আলোকপাত করা হলো–

১. হাদীস ব্যাখ্যায় ফিকহ এর আলোচনা: ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.) শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ইমাম ছিলেন। তাই তাঁর রচিত ফাতহুল বারী গ্রন্থে হাদীস থেকে ফিকহ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় অনুসৃত মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সাহাবী ও তা'বিঈগণের বাণী ও আমল বর্ণনার মাধ্যমে নিজস্ব মতকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়েছেন। **দ্বিতীয়ত:** ইবন হাজার (রহ.) ভিন্নমত ও বিপরীত মাযহাবের আলোচনার ক্ষেত্রে মাযহুল সিগাহ (কর্মবাচ্যের ক্রিয়া) ব্যবহার করেছেন। যেমন– نُقِلَ (বর্ণিত হয়েছে) বলে বিরোধী পক্ষের দলিলের সমালোচনা করেছেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের কোন দলিলের সমালোচনা হলে তার জবাব দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ– "হযরত তালহা ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি বলেন, তারা যাতে অবগত হতে পারে তা (জানাযা সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া) সুন্নাত।" উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবন হাজার বলেন, এ মাস'আলাটি (জানাযা সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কিনা)

মতভেদপূর্ণ। তিনি ইবন মুনযির (রহ.) এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, ইবন মাসউদ, হাসান বিন আলী, ইবন যুবাইর, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রা.) প্রমূখ সাহাবীগণ সূরা ফাতিহা পড়া বৈধ মনে করেছেন। এটিই শাফি'ঈ, হাম্বলী ও ইসহাক (রহ.) এর মাযহাব। অপর পক্ষে হযরত আবু হুরায়রা ও ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, (نُقِلَ) "জানাযা সালাতে কোন কিরাত নেই।" আর এটা ইমাম মালেক ও কুফাবাসীদের (হানাফীদের) অভিমত। প্রতিপক্ষের জবাবে তিনি উল্লেখ করেন, ইমাম ত্বহাভী সূরা ফাতিহাকে দু'আ হিসেবে; ওয়াজিব হিসেবে নয় বলে যে জবাব দিয়েছেন তা নিতান্তই বেখেয়াল বশত: বলার জন্য বলেছেন।[৩৮]

হানাফী ফিকহের ব্যাপারে ইবন হাজারের দৃষ্টিভঙ্গি বিষেশত: ফাতহুল বারীতে তার অনুসৃত নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি কোন বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মতের সমর্থন ও পক্ষের হাদীস জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচনা না করে অন্য স্থানে আলোচনা করতেন। যাতে করে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ উক্ত হাদীসকে তাদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ উক্ত গ্রন্থ থেকে না পায়। এ প্রসঙ্গে শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ "আর রাফ'উ ওয়াত তাকমীল" গ্রন্থের পার্শ্ব টিকায় লিখেন, "ইবন হাজার তাঁর গবেষণাধর্মী আলোচনা থেকে হানাফীগণ মাছির ডানা তুল্য সামান্য উপকৃত হোক তা তিনি পছন্দ করতেন না। তবে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা উপকৃত হলে সেটা ভিন্ন কথা।" অনুরূপভাবে মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি সর্বদা হানাফী মাযহাবের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতেন। তিনি তাদের সম্পর্কে এমন কিছু বলতেন, যার বিপরীত দিকটি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত আছেন। অথচ তাঁর মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এমনটি মানানসই নয়।"[৩৯]

২. আকিদাহ এর বর্ণনা: ফাতহুল বারী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইবন্ হাজার আল'আসকালানী (রহ.) কতিপয় আকিদাহ সম্পর্কিত মাসআলা বর্ণনায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অন্তর্গত আশ'আরী মতবাদ অনুসরণ করেছেন। যেমন : হযরত আবু হুরাইরা (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন, فلياتيهم الله فى غير الصورة التى يعرفون فيقول انا ربكم- "আল্লাহ তাদের নিকট অপরিচিত সুরতে আসবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের রব.....।[৪০] ইবন হাজার এখানে "আল্লাহর আসা" এর অর্থ করেছেন "মুমিনগণ তাকে দেখবেন"। অর্থাৎ 'আসা' শব্দটির রূপক অর্থ 'দেখা' ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, আশ'আরীগণ আল্লাহ তা'লার সাতটি গুণ ছাড়া অন্যগুণাবলীকে স্বীকার করে না। বরং অন্য কোন গুণাবলী আসলে তা রূপক অর্থে ব্যখ্যা করেন। উল্লিখিত হাদীসাংশে তিনি 'আসা' শব্দটির রূপক অর্থ 'দেখা' ব্যবহার করে আশ'আরীদেরই অনুসরণ করেছেন।[৪১] অন্য একটি হাদীসে এসেছে,- ان احدكم اذا قام فى صلاته فانه يناجى ربه "তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তাঁর রবের সাথে কথা বলে।"[৪২] এখানে ইবন হাজার বলেন, মুনাজাত শব্দটি বান্দার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থই বহন করে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে অবশ্যই রূপক অর্থ হবে 'বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি'। যা আশ'আরীদের অনুসরণে ব্যাখ্যারই শামিল।[৪৩]

৩. তাফসীর বর্ণনার ধরণ: ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে সহীহ বুখারীর 'কিতাবুত তাফসীর' অধ্যায়ের হাদীস ব্যাখ্যা করণের ক্ষেত্রে কখনও কুরআনের এক আয়াত দিয়ে অপর আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ অর্থাৎ "(স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন তোমাদের মধ্যকার দুটি দলের সাহস হারানোর অবস্থা হয়েছিল"[৪৪] তিনি নিম্নোক্ত সূরা আল-হুজুরাতের ০৯ নং আয়াত দিয়ে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । যেমন : وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ"মুমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে

লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।"[৪৫] কখনও হাদীস দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ "আর রোযা পালন যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর, তারা এর বিনিময় হিসেবে একজন মিসকীনকে খাবার দিবে।"[৪৬] তিনি উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে-

حديث ابن ابى ليلة قال: حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم "لما نزل رمضان شق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم فى ذلك فنسخها."

অর্থাৎ সাহাবা কিরাম রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, "যখন রমজান মাস আগমন করত তখন তাদের কারো পক্ষে সাওম পালন করা কঠিন হয়ে যেত; ফলে যারা রোযা রাখতে সক্ষম তারাও প্রতি রোযার বিনিময়ে প্রতিদিন মিসকিনদের খাবার খাওয়াতেন। সে সময়ে এটি বৈধও ছিল কিন্তু পরবর্তীতে রাসূল রাসূল (স.) তা রহিত করে দেন।"[৪৭]

আবার কখনও সাহাবীদের 'আসার' দিয়ে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন : وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ অর্থাৎ "আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও।"[৪৮] তিনি এ আয়াতে قَانِتِينَ শব্দের তাফসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউ'দ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলেন- (المطيعين) অর্থাৎ আনুগত্যশীল। তাবি'দের ফাতওয়া দ্বারাও তাঁকে আয়াতের তাফসীর করতে দেখা গেছে। যেমন : وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ তিনি এ আয়াতে قَانِتِينَ শব্দের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা করেছেন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম মুজাহিদ (রহ.) এর উক্তি দিয়ে, তার মতে, 'কুনূত' বলতে রুকুতে খুশু-খুদু', দীর্ঘ সময় কিরাত পাঠ, আনত নয়ন, বিনীত বাহু এবং সদা আল্লাহর ভয়ে জাগ্রত হৃদয়কে বোঝায়।[৪৯]

এছাড়া কখনও ওলামাদের উক্তির মাধ্যমেও আয়াতের ব্যাখ্যা করণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন : هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ অর্থাৎ "তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবের মধ্যে কিছু আয়াত হল মুহকাম; এগুলো কিতাবের মূল। আর কিছু আয়াত হল মুতাশাবিহ।" তিনি উল্লিখিত সূরা আল-ইমরানের ০৭ নং আয়াতের "মুহকাম" এবং "মুতাশাবিহ" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা ওলামাদের উক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যেমন : ইমাম তীবি (রহ.) বলেন, "মুহকাম" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন আয়াত যার উদ্দেশ্য ও অর্থ সুস্পষ্ট। আর "মুতাশাবিহ" হচ্ছে এর বিপরীত।[৫০] আবুল বুকা (রহ.) এর মতে, "মুতাশাবিহ বা অস্পষ্টতা মূলত দু'টি আয়াতের মধ্যে হয়ে থাকে। আর যখন অনেকগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট বিষয় একত্রিত হয় তখন প্রত্যেকটি আয়াত একটি অপরটির সাদৃশ্য হয় বলে সবগুলোকে মুতাশাবিহ বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা একথা উদ্দেশ্য নয় যে, একটি আয়াত এককভাবে মুতাশাবিহ।[৫১]

৪. হাদীস ব্যাখ্যায় অনুসৃত নীতিমালার পর্যালোচনা: হাদীস শাস্ত্রে ইবন হাজারের (রহ.) নিজস্ব কিছু নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। তিনি নতুন কিছু কিছু নতুন পরিভাষা তাঁর "নুখবাতুল ফিকর" গ্রন্থে উদ্ভবন করেন। যার মাধ্যমে বিদ্যমান পরিভাষাগুলোর অর্থ ও সংজ্ঞার মধ্যে পরিবর্তন আসে। ফাতহুল বারী গ্রন্থের সম্পাদক আবুল হাসান মুস্তফা বিন ইসমাঈল তাঁর "ইতহাফুন নাবীল বি আজওয়াবাতিল মুসতালাহ ওয়াল জারহি ওয়াত তা'দীল" গ্রন্থে বলেন, বস্তুত: ইবন হাজার হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বেশি শিথিলতা প্রদর্শনের পক্ষে। তাঁর এ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আনেক য'য়ীফ ও দুর্বল হাদীসকে উত্তম বা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫২]

তিনি আরো বলেন, ইবন হাজার 'ফাতহুল বারীর' ভূমিকায় বলেছেন, তিনি বুখারীর হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করতে যে সব হাদীস উপস্থাপন করবেন এবং যে সকল হাদীসের নীরবতা পালন করবেন

সেগুলো সহীহ বা হাসান। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাঁর এ নীতিতে অটল থাকতে পারেননি। দেখাগেছে তিনি অনেক হাদীস নিয়ে কোন কথা বলেননি অথচ সেগুলো য'য়ীফ। বরং এমনও আছে যে, তিনি দুর্বল হাদীসকে স্পষ্টভাবে হাসান বলেছেন। আবার কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তে উন্নিত। অথচ হাদীসটির মানের দিক থেকে একটি বিরল প্রকৃতির হাদীস।[৫৩]

৫. রিজালুল হাদীস বা রাবীর 'জারাহ' ও 'তা'দীল' পর্যালোচনা : রিজালুল হাদীস বা রাবীর জারাহ ও তা'দীল পর্যালোচনা উসূলুল হাদীস শাস্ত্রের একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হাফেজ ইবন হাজার (রহ.) এর পূর্বেও অনেক বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাদের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মূলত সে যুগে হাদীস পর্যালোচনা করা হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম ইবন আস-সালাহ, আবু জুরআ' ইবনে আবী হাতিম, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, ইবনুল মাদীনি, ইবনুল কাত্তানসহ প্রমূখ ইমামগণ জারাহ তা'দীলের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।

হাফেজ ইবন হাজার রিজাল পর্যালোচনার জন্য তারপূর্ববর্তী হাফেজ ই'রাক্বী, ইবনুস সালাহ, ইবনে আবী হাতিম প্রমুখের 'আলফাযুল জারাহ ওয়া তা'দীল' নীতিমালাকে সংযোজন-বিয়োজন, পরিমার্জন, স্তরবিন্যাস, শব্দ চয়ন ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যা তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'তাক্বরীবুত তাহযীব' এ বর্ণনা করেছেন। তিনি মূলত ফাতহুল বারী গ্রন্থে সে সকল নীতিমালা অনুসরণ করেই রিজাল বা রাবী পর্যালোচনা করেছেন। ইবনে হাজার (রহ.) এর অনুসৃত 'আলফাযুল জারাহ ওয়া তা'দীল' এর সূত্রগুলো নিম্নের সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো–

সারণী:

مراتب الفاظ التعديل						
الناقد	**الأولى**	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	**الخامسة**	**السادسة**
ابن أبى حاتم (ت327 ه)	ثقة، متقن، ثبت ، يحتج بحديثه	صدوق، محلّه الصدق، لابأس به، يكتب حديث وينظر فيه.	شيخ، يكتب حديثه وينظر فيه الا انه دون الثانية	صالح الحديث. يكتب حديثه للاعتبار.		
الحافظ العراقى (ت806 ه)	ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة.	ثقة ، متقن، ثبت، ضابط، حافظ، العدل.	ليس به بأس، لابأس به، صدوق، مأمون، خيار.	محله الصدق، صالح الحديث، صالح الحديث، شيخ وسط، شيخ ، حسن الحديث، صدوق ان شاء الله، صويلح، ونحو ذلك.		
الحافظ ابن حجر (ت 852	الصحابة رضوان الله عليهم	من أكد مدحه، إما بأفعل:	من أفرد بصفة : كقثة ، أو	من قصر عن درجة الثالثة قليلا :	من قصر عن الرابعة قليلا: صدوق سيئ	من ليس له من الحديث

ه)	اجمعين.	كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا: كثقة قثة، أو معنى: كثقة حافظ.	متقن ، أو ثبت ، أو عدل .	صدوق ، أو لابأس به ، أو ليس به بأس.	الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام ، أو تغير باخرة ، ويلتحق بذلك من رمى بنوع من البدعة: كالتشيع، والقدر والنصب، والارجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.	الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك من اجله، واليه الاشارة بلفظ : مقبول ، حيث يتابع ، وإلا فلين الحديث.
مراتب الفاظ الجرح						
الناقد	**الأولى**	**الثانية**	**الثالثة**	**الرابعة**	**الخامسة**	**السادسة**
ابن ابى حاتم (ت 327 ه)	لين الحديث ، يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا	ليس بالقوى	ضعيف الحديث ، لا يطرح حديثه بل يعتبر به.	متروك الحديث ، ذاهب الحديث ، كذب . ساقط الحديث ، لايكتب حديث.		
العراق (ت806 ه)	فلان فيه مقال ، فلان ضفيف، فيه ضعف، فى حديثه ضعف، فالن يعرف وينكر، ليس بذاك، ليس بالقوى، ليس بحجة، طعنوا فيه ، مطعون، ليس بالمرضى ، سيئ الحفظ ، فيه لين ، تكلموا فيه.	فلان ضعيف ، منكر الحديث ، حديث منكر ، مضطرب الحديث ، لايحتج به ، سقطواه .	فلان رد حديثه ، او ردوا حديثه، مردود الحديث ، ضعيف جدا ، طرحوا حديثه ، ليس بشيئ ، واه .	فلان متهم بالكذب او بالوضع ، ساقط ، هالك ، ذاهب ، ذاهب الحديث ، متروك ، متروك الحديث ، تركوه ، فيه نظر ، سكتوا عنه ، لايحتج به ، لايعتبر بحديثه ، ليس بالثقة ، ليس بثقة ولا مأمون.	كذاب ، يكذب ، يضع الحديث ، وضاع ، وضع حديثا ، دجال .	
حافظ ابن حجر (ت852 ه)	من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق : مستور ، مجهول الحال	من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه اطلاق الضعف ولو لم يفسر: ضعيف ، فيه ضعف.	من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق : كمجهول .	من لم يوثق البتة: متروك،متروك الحديث ، أو واهى الحديث ، ساقط.	من اتهم بالكذب	من اطلق عليه اسم الكذب والوضع .

৬. হাদীসের মতন ও সনদ এর তা'লীল পর্যালোচনা : উসূলুল হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসের মতনে অথবা সনদের সুপ্ত ও সুক্ষ্ম দোষত্রুটি যা বিজ্ঞ উলামা ছাড়া অন্যরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারেন না, যা হাদীসের মানকে ক্ষুন্ন করে। তাই তা'লীল বা হাদীসের মতনে অথবা সনদের সুপ্ত ও সুক্ষ্ম দোষত্রুটি পর্যালোচনা করা হয়। মূলত রিজালুল হাদীসের ক্ষেত্রে দোষ পর্যালোচনা হয় দুটি প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। **প্রথমত:** রাবীর এমন দোষ ত্রুটি যা তার ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনদারীর সাথে সম্পর্কিত। যেমন: (الكذب) কোনো রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া, (التهمة بالكذب) মিথ্যার অপবাদে অভিযুক্ত হওয়া, (الفسق) দুঃস্কর্ম ও সীমালংঘন করা, (البدعة) বিদআ'তে জড়িত থাকা, (المجهول) হাদীস শাস্ত্রে অজ্ঞাত হওয়া। **দ্বিতীয়ত:** এমন দোষ যা রাবির স্মৃতি শক্তি ও হাদীস সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। যেমন: (فحش الغلط) অধিক বিস্মৃতি, (سوء الحفظ) স্মৃতি শক্তির ত্রুটি হওয়া, (الغفلة) গাফলাত বা অমনযোগী, (كثرة الوهم) অধিক ধারণা পোষণ করা, (مخالفة الثقة) ছিক্বা বা বিশ্বস্ত রাবীদের বিপরীত বর্ণনা করা। **প্রথম পর্যায়ের** দোষী সাব্যস্ত হলে তার হাদীস আল-মাওযু, আল-মাতরুক হিসাবে গণ্য হবে। আর **দ্বিতীয় প্রকারের** দোষী হলে সে রাবীর হাদীস আল-মুনকার, আল-মারুফ, আল-মুআ'ল্লাল, আল-মুদরাজ, আল-মাক্বলুব, আল-মুজতারাব, আল-মুসাহ্হাফ, আশ-শায, আল-মাহফুয ইত্যাদি হিসাবে গণ্য হবে। হাফেজ ইবন হাজার স্বীয় গ্রন্থ 'নুযহাতুন নাজর ফি তাওযিহি মুসতালাহিল আছার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যার উপর ভিত্তি তিনি করে ফাতহুল বারী গ্রন্থে বর্ণিত রাবীদের 'জারাহ ওয়া তা'দীল' পর্যালোচনা করেছেন।

ছ. ফাতহুল বারীর সম্পর্কে পন্ডিতগণের মন্তব্য

হাফিয ইবনু হাজারের এ অনন্য গ্রন্থটি সমকালীন 'আলিমগণ, তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণ এবং পরবর্তী বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কতিপয় পন্ডিত ব্যক্তির মূল্যবান মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. আল্লামা শরফ উদ্দীন ই'য়াকুব বিন জালাল আল হানাফী (মৃ.৮২৭ হি.) বলেন, "ফাতহুল বারী একটি উত্তম ভাষ্য গ্রন্থ। যেখানে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে। আমি এ কিতাবটি পাঠ করে অনেক উপকার পেয়েছি"[৫৪]। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ ব্যক্তি ফাতহুল বারী লেখা সমাপ্ত (৮৪২ হি.) হওয়ার অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এ কিতাবের অংশ বিশেষ পাঠ করেই এমন মন্তব্য করেছেন। যদি পুরো কিতাব পড়ার সুযোগ হতো তাহলে কি মন্তব্য করতেন।

২. সিরিয়ার বিশিষ্ট ফাকীহ ও ইতিহাসবিদ 'আল্লামা ইবনু কাযী শুহবাহ (মৃ.৮৫১ হি.) বলেন, "ফাতহুল বারীর মতো কিংবা এর অনুসরণে আর কোন রচনা হয়নি।"[৫৫]

৩. হাফিয জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী (মৃ.৯১১ হি.) বলেন, "ইবনু হাজারের সাহীহুল বুখারীর শারাহ এর মতো কোন শারাহ পূর্বেও কেউ লেখেনি এবং পরবর্তীতেও কেউ লেখেনি।"[৫৬]

৪. 'আল্লামা আহমাদ হাসান আদ-দিহলভী বলেন, "ফাতহুল বারীর মতো আর কেউ সাহীহুল বুখারীর শারাহ লেখেনি"।[৫৭]

৫. আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ বিন 'আলী আশ শাওকানীকে (মৃ.১২৫০ হি.) সাহীহুল বুখারীর শারহ লেখার জন্যে অনুরোধ করা হলে তিনি প্রসিদ্ধ একটি হাদীস বলেন, لاهجرة بعد الفتح "ফাতহ (মাক্কা) এর পরে আর হিজরত নাই"[৫৮]। এ উদ্বৃতির মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে,'ফাতহুল বারীর' পর সাহীহুল বুখারীর শারহ লেখার আর প্রয়োজন নেই।[৫৯]

উপসংহার

হিজরী নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত উলূমুল হাদীসের জ্ঞানান্বেষণের জন্য হাফিয ইবনু হাজার আল'আসকালানী (রহ.) এর রচনাবলী গোটা বিশ্বের হাদীসবিশারদগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সহীহুল বুখারীর কালজয়ী ও জগদ্বিখ্যাত অমর ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী" গ্রন্থটি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় ভাষ্যগ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তিনি এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির (৮৪২হি., ৮শাবান, শনিবার) পর ৫০০ দীনার ব্যয়ে এক বিশাল ভোজ সভার আয়োজন করেন। অতপর তিনি আমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিচারপতি, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের সমীপে তাঁর অমর গ্রন্থটি উপস্থাপন করেন। হাদীসের এ অমূল্য ভাষ্যগ্রন্থ দর্শনে তাঁরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন।[৬০] আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, হাফিয ইমামুদ্দীন আল-হাম্বলী, হাজী খলীফা এবং নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালীসহ অন্যান্য জীবনীকারগণ উল্লেখ করেন যে, তদানীন্তন রাজা-বাদশাহগণ এ গ্রন্থের ওজনের সমপরিমান স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তা ক্রয় করে নেন।[৬১] অতএব বলা যায়, পৃথিবীর বুকে হাদীস চর্চা যতদিন থাকবে, পাঠক মহল ততদিন 'ফাতহুল বারী'কে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ইমাম আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *হাদীউস সারী মুকাদ্দামাতু ফতহুল বারী*, কায়রো : মাকতাবুস সফা,২০০৩খ্রি., পৃ.৭

২ বুখারী শরীফে বর্ণিত রাবীদের নিয়ে রিজাল শাস্ত্রের উপর রচিত তিনটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শায়খ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-কালাবাযী (মৃ. ৩৯৮হি.) কতৃক রচিত "আসমাউর রিজালিল বুখারী" গ্রন্থটি উল্লেখ যোগ্য। (মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, মিসর : মাকতাবাতুল আরাবিয়্যা, ১৯৬১ খ্রি., পৃ.৪৫)

৩ বুখারী শরীফের উপরে সংকলিত নয়টি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আইয়্যুব ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-ফিরাবী (মৃ. ৩২০হি.) কতৃক রচিত "আল-'আওয়ালীউস সিহাহ" গ্রন্থটি উল্লেখ যোগ্য। (ফু'আদ সিযগীন, *তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী*, সৌদিআরব : ইদারাতুস সাকাফী, ১৪০হি. / ১৯৮৩খ্রি., খ.১, পৃ. ২৪৩-২৪৪)

৪ ফু'আদ সিযগীন, *তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী*, সৌদিআরব : ইদারাতুস সাকাফী, ১৪০হি./১৯৮৩খ্রি., খ.১, পৃ. ২২৯-২৪৫

৫ হাজী খলিফা, *কাশফুয-যুনূন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০২হি./১৯৮২খ্রি., খ.১, পৃ. ৫৪৫

৬ হাজী খলিফা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৫

৭ ইবন হাজারের ছাত্র শামসুদ্দীন আস-সাখাবী (মৃ.৯০২হি.) তার শিক্ষকের জীবন ও কর্ম নিয়ে "*আল-জাওয়াহের ওয়াদ দুরার*" নামে বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া ২০০৮ সালে সৌদিআরবের তৈয়্যেবা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে "ফাতহুল বারীর অন্তর্গত কিতাবুস সালাতে উল্লিখিত হাদীসগুলোর পর্যালোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে *সালওয়া বিনত আওজুল্লাহ* পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উক্ত গ্রন্থের আরো দুটি অধ্যায়ের উপর একটি পি এইচ ডি ডিগ্রী ও অন্যান্য চারটি অধ্যায়ের উপর মাস্টার্স থিসিস রচিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের সার্বিক বৈশিষ্ট্য, রীতি-পদ্ধতির আলোচনা তাতে স্থান পায়নি। এ ছাড়া উক্তগ্রন্থের গ্রন্থকারের আকিদা (বিশ্বাস) সম্পর্কে সতন্ত্র কিছু প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়।

৮ জনাব আবুল হুসাইন মো. নুরুল ইসলাম ও নূর মোহাম্মদ কতৃক 'আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (৮৫২হি.): ইলমুর রিজালে তাঁর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধ *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ইবি, কুষ্টিয়া এর ১ম সংখ্যা, ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। অতপর ২০০৮ সালে *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ* এর ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় ড. মো. জাহিদুল ইসলাম কতৃক রচিত 'হাফিয ইবন হাজার আল'আসকালানী ও তাঁর কাব্য চর্চা' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া ড. আব্দুস সামাদ রচিত 'হাফিয ইবন হাজার আল'আসকালানী রহ.: জীবন ও কর্ম' প্রবন্ধটি *ইসলামিক সেন্টার*, ঢাকা থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে সর্বশেষ ২০১৭ সালে ড. আবুল কালাম আযাদ

ও মো. বাকী বিল্লাহ রচিত 'বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী (র.) তাঁর অবদান' শিরোনামের প্রবন্ধটি *ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকার* ৫৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

[৯] শামসুদ্দীন আস-সাখাবী, *আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার*, ইব্রাহীম বাজেস আব্দুল মাজীদ সম্পাদিত, বৈরূত : দারু ইবন হায্ম, ১৯৯৯খ্রি.,খ.১,পৃ. ১০১; শায়খ আব্দুস্ সাত্তার, *আল-হাফিজ ইবন হাজার আল'আসকালানী আমিরুল মুমিনীনা ফিল হাদীস*, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯২খ্রি. , পৃ.২৭-২৮

[১০] আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, *আল-ইসাবাহ*, এর মুকাদ্দামাতুত তাহকীক, বৈরূত : দারুল কতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৫হি., পৃ. ৯২

[১১] *প্রাগুক্ত,*পৃ. ৯৮

[১২] ইয়াকুত আল-হামুবী, *মু'জামুল বুলদান*, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ.৪, পৃ. ১২২

[১৩] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *হুসনুল মুহাদারা ফি তারীখিল মিসর ওয়াল কাহেরাহ*, মিসর : কায়রো প্রেস, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি., পৃ. ১৭০; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৮খ্রি., খ.৪, পৃ. ২১০

[১৪] আস-সাখবী, *রাফউ ইছর আন কুযাতে মিসর*, মিসর : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ২২৮

[১৫] আস সাখাভী, *আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

[১৬] আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

[১৭] আস-সাখাভী, *আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

[১৮] আস-সাখাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১-১২২

[১৯] আস-সাখাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২৩

[২০] হাফিয আল'ইরাকী কর্তৃক মুসতালাহুল হাদীসের উপর লিখিত এক হাজার ছত্রের এক পদ্য পুস্তক। যেমন- ইবনু মালিক ও ইবনু মু'তী নাহু শাস্ত্রর উপর 'আল আলফিয়্যাহ' লিখেছেন।

[২১] 'আব্দুর রহমান আল-মুরা'শালী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০; আস-সাখাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭

[২২] আস সাখাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

[২৩] 'আব্দুর রহমান আল-মুরা'শালী , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১৩৬

[২৪] আস-সাখাভী, *আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[২৫] *প্রাগুক্ত,*পৃ. ২০৫

[২৬] কাশফুয যুনূন,'*আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, খ.১, পৃ. ৫৪১

[২৭] হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন, বৈরুতঃ দার ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫১ খ্রি., খ.৫, পৃ. ১২৮-১২৯

[২৮] মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান, *ফাতহুল মান্নান বিমুকাদ্দিমাতি লিসানিল মীযান*,পৃ. ৮২-৮৩

[২৯] **তাখরীজ** : কোন গ্রন্থে সনদ বিহীন বর্ণিত হাদীস অবলম্বনে সনদ সহকারে যে হাদীস গ্রন্থ প্রণীত হয়, তাকে তাখরীজুল হাদীস বলে। [মাওলানা তুকী ওসমানী, *দারসে তিরমিযী*, দেওবন্দঃ আনোয়ার বুক ডিপো, ১৩৯৬হি., খ.১, পৃ.৫৩]

[৩০] **মু'জাম** : যে গ্রন্থে মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষকগণের হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন তাকে মু'জাম বলে। এ গ্রন্থের পথিকৃত হচ্ছেন ইমাম তাবরানী রহ.(মৃ..৯৩২খ্রি.)। [ড. সুবহী সালিহ,*উলুমূল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু*, বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, সংস্ক. ১৫, ১৯৮৪খ্রি.,পৃ.১২৪

[৩১] যে গ্রন্থে রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারীগণের) সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

[৩২] ইবন হাজার, *হাদীউস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহীল বারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৩৩] **ইমলাঃ** এর অর্থ হচ্ছে, পূরণ করা। পরিভাষায় : হাফিজে হাদীসগণ কতৃক বিশেষ পদ্ধতিতে কোন হাদীস লিখে দেয়াকে ইমলা বলে। হাদীস শ্রবণ করে লিখার যতগুলো পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো ইমলা পদ্ধতি । রাসূল (স.) এর সন্ধি চুক্তি ও রাজা-বাদশাহদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিগুলো ইমালা পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। (আস সাম'আনী, *আদাবুল ইমালা ওয়াল ইসতিমাল*, বৈরূত : মাকতাবুল হিলাল, ১ম সংস্ক., ১৯৮৯খ্রি.,খ.১,পৃ.১৮)

[৩৪] 'আব্দুস সাত্তার, *হাফিয ইবনু হাজার আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৯২

[৩৫] ইমাম বুখারী কতৃক আস-সহীহ সংকলনের দুটি কারণ পাওয়া যায়। **প্রথমতঃ** তাঁর শিক্ষক ইসহাক ইবন রাহওয়াই রহ. এর উৎসাহ প্রদান।। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, রাসূলুল্লাহর স. হাদীস ও সুন্নাহের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ প্রণয়নকরবে ;যা হবে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে উন্নীত, তা হলে উত্তম

হত। **দ্বিতীয়ত :** ইমাম বুখারী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ স. কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন তাঁর সম্মুখে একটি পাখা হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তার শরীরে বাতাস করছি এবং মাছির আক্রমন প্রহিত করছি। অতপর: স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহর উপর আরোপিত সমস্ত মিথ্যাকে প্রতিহত করবে। বস্তুত: এই স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাই আমাকে এ মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষের মজলিশ থেকে অনুপ্রাণিত হবার পরেই এ স্বপ্ন দেখেছেন। তাই দুটি কারণের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। [ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *'হাদীউস্ সারী শারহু সহীহিল বুখারী'* কায়রো : দারুত তাকওয়া লিত তুরাস, ২০০০খ্রি., (মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী), পৃ.৭]

[৩৬] ইবন হাজার, *হাদীউস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহীল বারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০ ও ২৭২

[৩৭] ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *'হাদীউস্ সারী শারহু সহীহিল বুখারী'* কায়রো : দারুত তাকওয়া লিত তুরাস, ২০০০খ্রি., (মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী), পৃ.৩-৫

[৩৮] ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *'ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী'* কায়রো : মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩খ্রি./১৪২৪হি., খ.৩, পৃ.২৫০-২৫১

[৩৯] ড. আব্দুস সামাদ, *হাফিয ইবনু হাজার আল'আসকালানী (রহ.):জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার , মে ২০১৩ খ্রি.,পৃ.৬৩

[৪০] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ড. মুস্তফা সম্পাদিত, বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ২য় সংস্ক., ১৯৮৭খ্রি., খ.৫, পৃ.২৪০৩

[৪১] ইবন্ হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০

[৪২] *সহীহুল বুখারী*, খ.১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

[৪৩] ইবন্ হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

[৪৪] আল-কুরআন, ০৩ : ১২২

[৪৫] ইমাম হাফিয আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *'ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী'* কায়রো : মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩খ্রি./১৪২৪হি., খ.৮, পৃ.৮৪

[৪৬] আল-কুরআন, ০২ : ১৮৪

[৪৭] ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৩৩

[৪৮] আল-কুরআন, ০২ : ২৩৮

[৪৯] ইবন হাজার আল'আসকালানী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৫৩

[৫০] *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৬৮

[৫১] *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৬৭-৬৮

[৫২] *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৬৮

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, খ.৮, পৃ.৬৮

[৫৪] আস সাখাভী, *আল জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার*, পৃ.২২৪

[৫৫] *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৪৩

[৫৬] ইমাম আস সুয়ূতী, *তাবাক্বাতুল হুফফায*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.ন পৃ.৫৫২

[৫৭] *তাবাক্বাতুল হুফফায*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫২

[৫৮] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২৫

[৫৯] 'আব্দুস সাত্তার, *ইবনু হাজার আল'আসক্বালানী*, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ,পৃ.৫৭০

[৬০] আস-সাখাভী, *আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০২ (ওয়ালীমাতু ফাতহুল বারী)

[৬১] আবুল কাসিম মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী, *ইমাম বুখারী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮খ্রি., পৃ. ১০